একটি স্বপ্নের সংলাপ

উমর (রা.)-এর ঢাকা সফর

মুহাম্মদ নূরুযযামান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। চোখে-মুখে অপূর্ব নুরানি আভা। চেহারায় প্রখর ব্যক্তিত্ব। চোখে সংকল্প ও দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ। চুল, দাড়ি দু-একটা সাদা। দেহের মাংসপেশি সামান্য শিথিল। মনে হয় এককালে তা খুব শক্তিশালী ছিল। পরনে সাদামাটা কাপড়। শরীর ও পোশাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার চিহ্ন।

যুবক তাঁর দিকে তাকালেন। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন তাঁকে। তবে বেশিক্ষণ তাকাতে পারলেন না। মন তার কেমন কেমন করতে লাগল, একটু ভয় একটু সম্ভ্রম তাকে পেয়ে বসল। যুবক চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিলেন। কিন্তু সাথে সাথে এক প্রবল ইচ্ছা তাকে চেপে ধরল। তিনি পা ছুঁয়ে কদমবুচি করতে চাইলেন। একটু নত হলেন, ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু অতিথি সজোরে সরিয়ে দিলেন তাকে।

যুবক হতভম্ব হলেন। মনে দারুণ আঘাত পেলেন। একজন সিদ্ধকামিল পুরুষ তাকে দূরে ঠেলে দিলেন বলে মনে হলো তার।

অতিথি তার মনের অবস্থা একটু আঁচ করে বললেন—'যুবক, এটা আমাদের তরিকা নয়।'

যুবক বিস্মিত হলেন। একটু সাহস সঞ্চার করে প্রশ্ন করলেন—'এটা আমাদের তরিকা নয়?'

অতিথি জবাব দিলেন—'না, এটা পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকদের তরিকা। তারা তাদের বড়োদের এভাবে কদমবুচি করে।'

যুবক কিছু একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু অতিথির ব্যক্তিত্ব, অবয়ব ও কথার ধরন দেখে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না।

সারাদিন ঢাকার রাস্তায় ঘুরলেন তাঁরা। বিভিন্ন স্থানে গেলেন। খুব ক্লান্তি বোধ করলেন যুবকটি। ক্ষুধা পেল, কিন্তু ক্ষুধার কথা অতিথিকে জানতে দিলেন না। খানিক সংকোচ হলো, তবুও তাঁর সাথে চললেন। খুশিমনেই চললেন।

একসময় অতিথির পা থেমে গেল। তিনি দাঁড়ালেন। বিস্ময় ও বিরক্তি তাঁর চোখে-মুখে। সাথে যুবকটিও দাঁড়ালেন ফুটপাতে খোলা আসমানের নিচে শুয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের পাশে। অতিথি তাদের নিরীক্ষণ করলেন। এত লোক এভাবে শুয়ে আছে কেন—বুঝতে পারলেন না তিনি। যুবকের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন—'এরা কারা? এভাবে রাস্তায় শুয়ে আছে কেন?'

যুবক বললেন—'এরা সর্বহারা। এদের কোনো ঘরবাড়ি নেই। নেই মাথা গোঁজার মতো কোনো ঠাঁই। ফুটপাত হলো তাদের বাড়িঘর। ফুটপাতে জন্ম, ফুটপাতেই তাদের মৃত্যু।'

অতিথি তাঁকে ধমক দিলেন—'যুবক! কী বলছ তুমি?'

যুবক একটু অপ্রস্তুত হলেন। থতমত খেয়ে বললেন—'জি হ্যাঁ, আমাদের দেশ গরিব। দেশের মানুষগুলোও গরিব। অনেকেই সহায়-সম্বলহীন। তাদের হাতে কোনো অর্থ নেই।'

অতিথি রাস্তায় দুপাশের সুউচ্চ দালানগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর বললেন—'বুঝলাম, বড়োই গরিব তোমরা। তোমার দেশের মানুষ গরিব। গরিব তোমাদের দেশ।'

বিল্ডিংয়ের দিকে হাতের অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বললেন—'এসব দালানকোঠা কাদের? তোমার দেশের লোকেরা বানিয়েছে, নাকি পাশের কোনো দেশ?'

যুবক জবাব দিলেন—'পার্শ্ববর্তী দেশের লোকেরা এখানকার সব ব্যাবসা-বাণিজ্যের মালিক! এ দেশে কোনো টাকা-পয়সাই তারা রাখে না। যা উপার্জন করে, হুন্ডির মারফত পাচার করে দেয়। টাকা গচ্ছিত রাখে নিজের দেশে।'

অতিথি বললেন—'তাহলে এসব দালানকোঠা ও ঘরবাড়ির মালিক কি তোমার দেশের লোক? কারা তৈরি করেছে এগুলো?'

যুবক বললেন—'জি হ্যাঁ। দেশের মানুষ। যাদের হাতে টাকা-পয়সা আছে, এসব বিল্ডিং তারাই নির্মাণ করেছে।'

অতিথি প্রশ্ন করলেন—'যারা টাকা উজাড় করে এসব ইমারত নির্মাণ করলেন, তারা কি ফুটপাতের সর্বহারাদের কথা একটুও চিন্তা করেনি?'

যুবক একটু ইতস্তত করলেন। আমতা আমতা করে বললেন—'সর্বহারা অসংখ্য ও অগণিত। এদের মতো হাজারো লোক না খেয়ে আছে।'

মেহমান বললেন—'তোমাদের দেশে ধনী লোকের সংখ্যাও তো নেহায়েত কম বলে মনে হয় না।'

যুবক বললেন—'আল্লাহর খাস মেহেরবানি। আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক কোটিপতি। অসংখ্য ও অগণিত লোকের লাখ লাখ টাকা রয়েছে।'

অতিথির চোখ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—'এত টাকা যে দেশের লোকের হাতে, সে দেশের লোক ফুটপাতে থাকে? ওরা মানুষ, না গাধা-ঘোড়া? কোন

ধরনের মানুষ ওরা? ওদের কি কোনো মানবীয় চেতনা নেই? এসব টাকা একত্র করে কি কোনো কাজে লাগাতে পারে না?'

যুবক একটু ভয় পেলেন। এসব প্রশ্নের জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না।

অতিথি পূর্বের সূত্র ধরে বলতে লাগলেন—'একত্র করলে টাকার পাহাড় হতে পারে। এ টাকার পাহাড় দিয়ে কি দারিদ্র্যের গর্ত ভর্তি করা যায় না?'

যুবক কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি এভাবে চিন্তা করেননি কোনোদিন।

যুবককে নীরব দেখে অতিথি বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার দেশের লোক কি জাকাত দেয়?'

যুবক জবাব দিলেন—'আমাদের দেশের ধনী লোকেরা খুব আল্লাহওয়ালা। তারা প্রতিবছর কড়াক্রান্তি হিসাব করে জাকাত দেন।'

অতিথি চিন্তিত হলেন। অনেক বেশিই চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। যুবকের কথা একটুও বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাঁর মনকে তোলপাড় করতে লাগল। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললেন—'সত্য বলছ? সত্যিই জাকাত দেয় তারা?'

যুবক এবার একটু ঘাবড়ে গেলেন। অবিশ্বাস করার হেতু তিনি বুঝতে পারলেন না। আমতা আমতা করে বললেন—'জি হ্যাঁ। তারা জাকাত দেয়।'

অতিথি প্রশ্ন করলেন—'তাহলে গরিব সর্বহারাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি কেন? তোমার দেশের মানুষ খোলা আসমানের নিচে কেন ঘুমায়? কেন আজও একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়নি তাদের?'

যুবক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রশ্নগুলো যেন বুলেটের মতো বিদ্ধ করতে লাগল তাঁকে। তিনি খুব লজ্জিত হলেন। ভাবতে লাগলেন— জাকাতের সাথে দিনমজুর সর্বহারাদের সমস্যার সমাধানের কী সম্পর্ক রয়েছে—এতদিন তা তলিয়ে দেখেননি কেন?

যুবককে নীরব দেখে অতিথি আবার প্রশ্ন করেন—'জাকাতের টাকা যায় কোথায়? তোমাদের বিত্তবানরা কি পারে না জাকাতের টাকা দিয়ে ওদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে?'

যুবক কথা না বলে ভাবনার অতলে হারিয়ে যান।

অতিথি বলতেই থাকেন—'তোমরা তাদের ছাঁটাইয়ের কল কিনে দিতে পারো না? দিনমজুর সর্বহারাদের কলকারখানার মালিক বানানোর কি কোনো স্কিম তোমাদের নেই?'

যুবক খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন অতিথির প্রশ্ন। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেন—জাকাতের টাকা দিয়ে কলকারখানা বসানো কি জায়েজ হবে? কিন্তু সাহস করে প্রশ্নটি আর

করতে পারলেন না। পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের দিকে ইশারা করে বললেন—'এদের পরনে জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি। আমাদের দেশের বিত্তবানরা শাড়ি-লুঙ্গি দিয়েই জাকাত দেয়।'

অতিথি সেসব নিকৃষ্টমানের কাপড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন— 'এরচেয়ে ভালো কাপড় তোমাদের দেশে তৈরি হয় না? সাধারণ মানুষ কি এ ধরনের নিম্নমানের কাপড় পরে?'

যুবক বললেন—'তাঁতশিল্পে আমাদের জুড়ি নেই। উৎকৃষ্টমানের কাপড় আমরা তৈরি করতে পারি।'

অতিথি বললেন—'তোমাদের যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। তোমরা মসলিন তৈরি করো। আরব-আজম সর্বত্র তোমাদের মসলিনের নাম।'

যুবক ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—'এখন আর আমরা মসলিন তৈরি করি না। বহুকাল আগে আমাদের হাতের আঙুল কেটে দিয়েছিল জালেম ইংরেজ। তারপর থেকে আমরা মসলিন তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি তবে এখন আবার মসলিন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।'

যুবকের কথা শুনে অতিথি খুব পেরেশান হলেন। তাঁর সারা শরীরে যেন আগুন লেগে গেল। বারবার হাতের মুঠো দৃঢ়ভাবে বন্ধ করতে লাগলেন। ধমকের সুরে বললেন—'যুবক! তুমি কী বলছ? ইংরেজ জলদস্যুদের এত স্পর্ধা? সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে কেন তোমাদের দেশে আসবে ওরা? অত দূরদূরান্তের মানুষ এখানে এলোই-বা কী করে? আবার এসে কিনা তোমাদেরই আঙুল কেটে দিলো! আঙুল?'

উত্তেজিত কণ্ঠে অতিথি বলতে লাগলেন—'তোমরা তাদের মাথা কাটতে পারলে না? তাওহিদি জোশ তোমাদের অন্তরে নেই? হিংস্র হায়েনার সামনে এক পাল মেষের কী মূল্য? চোখে চোখ রেখে লড়াই করার জন্য বরং একটা সিংহশাবকই যথেষ্ট। একজন সিংহপুরুষও কি তোমার দেশে জন্মায়নি?'

যুবক ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতনের অনেক কাহিনি শুনেছেন। বিস্তর বইপুস্তক পড়েছেন। স্কুল-কলেজে আলোচনা করেছেন অনেকের সাথে। ছোটোবেলা সংকল্প করতেন—প্রতিশোধ নেবেন, একদিন না একদিন দখল করবেন ইংরেজদের ভূমি। মুছে দেবেন পূর্বপুরুষের পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু কখনোই আজকের মতো লজ্জিত হননি তিনি। অতিথির কথা তাঁর আত্মাভিমানে দারুণ ঘা দিলো। তিনি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে লাগলেন। নেহায়েত মুখ রক্ষার খাতিরে বললেন—'আমরা শেষ পর্যন্ত পেরে উঠিনি। বিশ্বাসঘাকতরা আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের পিঠে আঘাত করেছে মীর জাফর-মীর কাসিমের দল।'

দুই

রাস্তায় দুপাশে সারি সারি বিল্ডিং। শহরের প্রাণকেন্দ্র। ব্যস্ততার ছাপ সর্বত্র। হরদম লোকের আনাগোনা। রাস্তায় বিরামহীনভাবে ছুটে চলছে গাড়ি, বেবি ট্যাক্সি, রিকশা। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং করে লোকজন শপিং করছে। দু-চার বিল্ডিং পরপর চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ আর কাবাব হাউস। এসব খাবার দোকানে খুব আকর্ষণীয়ভাবে মশলা মাখানো মুরগি ও খাসি লটকিয়ে রাখা হয়েছে। হাতে যাদের পয়সা নেই, লোভাতুর দৃষ্টি ফেলছে তারা।

একটু দূরে ডাস্টবিনের সামনে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে, একটু আগে ডাস্টবিন থেকে কিছু খেয়ে এসেছে। এখন সেটা বেদখল হয়ে গেছে। কোলে বাচ্চা নিয়ে সেখানে তন্নতন্ন করে খাবার খুঁজছে একটা মেয়ে। একটা সময় ময়লা খুঁড়ে মুরগির গোশতহীন রান কুড়িয়ে সে বাচ্চার হাতে দিলো। বাচ্চাটি তা খুব আগ্রহ সহকারে মায়ের হাত থেকে নিয়ে অফুরান তৃপ্তিতে চুষতে লাগল। কুকুর, শিশু ও তার মায়ের বেঁচে থাকার এ সংগ্রাম পথচারীদের কেউ কোনো গুরুত্ব দিলো বলে মনে হলো না। দুয়েকজন দেখেও দেখল না যেন। শহুরে ব্যস্ততার অজুহাত তাদের অন্যত্র টেনে নিয়ে গেল।

অতিথি এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হলেন। তিনি জীবনে কখনো বেঁচে থাকার এমন কঠোর সংগ্রাম দেখেননি। মক্কা-মদিনার অলিগলি তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। দজলা ও ফোরাতের তীর হেসে উঠেছে তাঁর পদস্পর্শে। মানুষ তাঁকে সন্ধান করেনি; তিনিই অভাবী মানুষ খুঁজে ফিরেছেন আজীবন। কুকুরেরও হক রয়েছে। পশুদেরও আছে বেঁচে থাকার অধিকার। খাদ্যে তাদেরও বুনিয়াদি অধিকার স্বীকৃত। এজন্যই তো তিনি নির্দেশ দিয়েছেন— দজলা ও ফোরাতের তীরেও যেন একটা কুকুর ক্ষুধার জ্বালায় না মরে।

সুজলা-সুফলা বাংলার মাটিতে মানবতার এ আর্তনাদ, বিধ্বস্ত মানবতার এ ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে তিনি অস্থির হলেন। ভাবলেন, এ দেশের মানুষের বিবেক মরে গিয়েছে। বিবেক বেঁচে থাকলে তারা এ দৃশ্য কখনো বরদাশত করত না। অদ্ভুত এদের মানবিকতা, একটা লোকও উঠে দাঁড়াল না? রোজ হাশরে তারা কী জবাব দেবে? কোন মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে? অতিথির চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। তিনি রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মুছছিলেন। জোর করে কান্না আটকে রাখতে চাইছিলেন, কিন্তু অঝোরে ঝরছিল তাঁর বেদনাসিক্ত অশ্রুজল।

'যুবক!' অতিথি থেমে গেলেন। কণ্ঠ এখনও পরিষ্কার হয়নি পুরোপুরি। গলা সাফ করে বললেন— 'এদের অনুভূতি নেই? বিবেক এদের দংশন করে না? বিবেকের এই বিবেকহীন নীরবতা কেন?'

যুবক বললেন—'কোনো অনুভূতি নেই। বিবেকের দংশন নেই। আমরা আমাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততার সমুদ্রে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। অন্যের জন্য চিন্তা করার কোনো ফুরসতই নেই।'

অতিথি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙুল আসমানের দিকে উঠিয়ে বললেন— 'মজলুম ও আসমানের মধ্যে কোনো পর্দা নেই। মজলুমের ফরিয়াদ সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর দরবারে বিনা বাধায় পৌঁছে যায়।'

যুবক বললেন—'তাদের ওপর কেউ কোনো অত্যাচার করেনি। আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে ধনী-গরিব করে সৃষ্টি করেছেন। গরিবকে সাহায্য করলে ধনী ব্যক্তি সওয়াব পাবে, না করলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।'

অতিথি বললেন—'কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান দিয়েছ তুমি। কিন্তু জেনে রাখো, এত সহজে নিস্তার পাবে না। দায়িত্ব পালন না করার জন্য আখিরাতের আদালতে তোমাদের জবাব দিতে হবে।'

যুবক বললেন—'একটু পরিষ্কার করে বললে বাধিত হব।'

অতিথি বললেন—'বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেকটি প্রাণীর রয়েছে। অনুরূপ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে দিনমজুর ও সর্বহারাদের। তোমরা কুরআন ভালোভাবে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের সম্পদে সওয়ালকারী ও বঞ্চিতদের হক দিয়েছেন।'

যুবক বললন—'হুজুর! আমাদের দেশ ছোটো। সম্পদও নগণ্য। বাড়তি লোকের চাপ আমাদের দেশের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।'

অতিথি বললেন—'বাড়তি লোক অন্য কোনো দেশ থেকে আসে? পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষরা তোমাদের দেশে কি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ে?'

যুবক বললেন—'আমরা তিন দিক থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত। সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের হয়নি। প্রায়ই তারা এলোপাথাড়ি গুলি করে আমাদের সৈনিক ও নাগরিকদের ঘায়েল করে। তাদের জনগণ গোপনে আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও চাকরি করে। তারা আমাদের অর্থনীতি পঙ্গু করে দিয়েছে।'

যুবক একটু হেসে অতিথির দিকে তাকালেন। একটু আঁচ করতে চাইলেন তাঁর মনোভাব; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। পুনরায় শুরু করলেন— 'আমরা সবচেয়ে বেশি উদ্‌বিগ্ন দ্রুত জন্ম বৃদ্ধির জন্য। এ অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে না পারলে কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টাই বাস্তবায়িত হবে না। দেশের মানুষের আর্থিক দুর্গতি রোধ করা যাবে না। যারা জন্ম নিয়েছে, তাদের সমস্যা সমাধান করার পূর্বে নতুন মানুষের আগমন ঘটলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আমাদের জাতি আজ মহাফ্যাসাদে পড়েছে।

অতিথি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন। তিনি বললেন—'যুবক! তোমাদের চিন্তা দিগ্‌বিজয়ী মুসলমানদের মতো নয়; বরং মানবতার শত্রুর মতো। যেভাবে ইহুদি-নাসারা চিন্তা করে, সেভাবেই তোমরা ভাবো। আফসোস! ইহুদি-নাসারা ইঁদুরের গর্তে ঢুকলে তোমরা তাদের পিছু পিছু গর্তে ঢুকে যেতে চাও। আমি জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মাথা, বুদ্ধি, বিবেচনা কি তাদের নিকট বন্ধক রেখেছে? তোমরা ভীরু-কাপুরুষের দল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সব সময় কথা বলো, তাদের চোখ দিয়ে তোমরা দুনিয়া দেখো এবং তাদের জিহ্বা দিয়ে জীবনের স্বাদ আস্বাদন করো। সেই তোমরা কিনা গোটা জাতির সংকট সমাধানে ব্যতিব্যস্ত!

তোমাদের নেতাগণ অস্থির, অধীর ও মাত্রাতিরিক্ত উদ্‌বিগ্ন। তোমাদের দেশে কি কখনো এমন নেতার আবির্ভাব হয়েছে, যিনি রাতের আঁধারে জনতার খবর নিতে অলিগলি ঘুরেছেন? কোনো নেতা কি কখনো নিজের পিঠে বহন করেছেন দুঃখীজনের বোঝা? নাকি তারা হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত? দেশে-বিদেশে নামে-বেনামে ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়ানোর চিন্তায় দিনরাত মশগুল? যারা রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত করে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকে, কোন অধিকারে তারা মানুষের কথা বলে? আগামী দিনের স্বপ্ন দেখায়?

তোমাদের দেশের মানুষ কি এখনও এদের ধাপ্পাবাজি বুঝতে পারে না? তারা কি বোঝে না যে, ওরা আগামী দিনের কল্পিত সমাধান তালাশ করে নিজেদের ব্যর্থতা আর ভণ্ডামি ঢেকে রাখার জন্য?'

চার

শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা—'শহিদ দুর্গাদাস মেমোরিয়াল পাঠাগার।'

অতিথি জিজ্ঞেস করলেন—'দুর্গাদাস কি কোনো মুসলমানের নাম?'

যুবক বললেন—'না, দুর্গা হিন্দুদের এক দেবীর নাম। কোনো মুসলমান এ ধরনের নাম রাখে না।'

অতিথি বললেন—'শহিদ কি নামের অংশ, না বিশেষণ?'

যুবক বললেন—'দুর্গাদাস সংগ্রামী পুরুষ। বীরযোদ্ধা। দেশের জন্য লড়াই করে শত্রুর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাই তার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। তাকে শহিদ উপাধিতে ভূষিত করছেন।'

অতিথি বললেন—'শহিদ ও শাহাদাত ধর্মীয় শব্দ। তোমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি একটুও চিন্তা করেননি যে, ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যিনি নিহত হন, তাকে কুরআনের পরিভাষায় শহিদ বলা হয়?'

যুবক বললেন—'হয়তো তারা চিন্তা করেছেন, কিন্তু অমূল্য ত্যাগের স্বীকৃতিদান করার জন্য সম্ভবত অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাননি।'

অতিথি বললেন—'গয়া, কাশি বা বদ্যিনাথের তীর্থযাত্রাকে কি তুমি কখনো হাজি বলতে পারো?'

তীক্ষ্ণধারী কথাটি যুবকের মন তোলপাড় করল। বোকামি। বেহদ দরজারি বোকামি। এভাবে বিশেষ পরিভাষাকে কলুষিত করার কোনো অর্থ হয় না।

তিনি বললেন—'এ অমূল্য কুরবানির কি কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হবে না?'

অতিথি বললেন—'তোমাদের স্বীকৃতিদানের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোনো অনুপম খেদমতের জন্য যেকোনো লোককে তার উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে পারে। কিন্তু শাহাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারে একবিন্দু এদিক-সেদিক হলে ফল লাভ করা তো দূরের কথা; বরং শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবির বাণী কি তোমাদের দেশের লোক শোনেনি?'

যুবক বললেন—'আমাদের দেশে হাদিসের চর্চা খুব বেশি।'

অতিথি বললেন—'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান বাণী যাদের চোখের সামনে রয়েছে, তারা কী করে এ ধরনের মারাত্মক ভুল করতে পারে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে তাঁর সামনে একজন শহিদকে উপস্থিত করা হবে। মহান আল্লাহ তাকে তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন—হে আমার বান্দা! তুমি আমার জন্য কী করেছ? শহিদ ব্যক্তি বলবেন—হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান করে দিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা তার এ বক্তব্য কবুল করবেন না। তার এ বিরাট কাজকে তিনি খুব তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি বলবেন—"হে আমার বান্দা! তুমি মিথ্যা বলছ।'"

একটু চিন্তা করো। এ বক্তব্য শোনার পর শহিদ ব্যক্তির মনের অবস্থা কী হবে? সে কি চিন্তা করবে না যে, তার দুনিয়া বরবাদ হয়েছে এবং আখিরাত বরবাদ হওয়ার পথে?

যুবক বললেন—'খুব কঠিন অবস্থা। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কোনো অবান্তর কথা বলা যাবে না।'

অতিথি বললেন—'মানুষের অন্তরের গোপনতম কামনাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। তিনি যা বলবেন, তা ঠিক হবে। একবিন্দু এদিক-সেদিক হবে না। তিনি তাঁর শহিদ বান্দাকে বলবেন—"লোকের বাহবা কুড়ানোর জন্য তুমি যুদ্ধ করেছ। বীর বাহাদুর ব্যক্তি হিসেবে তুমি খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলে। তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে। জনগণ তোমার বীরত্বের সুখ্যাতি করেছে। আমার কাছে তোমার কোনো প্রতিদান নেই।" অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের ইশারা করবেন শহিদ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করার জন্য।'

যুবক বললেন—'সর্বনাশ!'

অতিথি বললেন—'সর্বনাশ! যা খালেসভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়নি, তা তিনি কবুল করেন না; বরং উলটো শাস্তি দান করেন। আল্লাহর হুকুম তামিল করার জন্য ফেরেশতাগণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বিনা দ্বিধায় শহিদ ব্যক্তিকে দোজখে ফেলে দেবেন। পাথরের আগুন মিথ্যা শহিদকে দগ্ধ করবে।'

যুবক অতিথির চোখে-মুখে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখলেন। মনে হলো, তিনি যেন বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন জাহান্নামের দৃশ্য। পাথরের আগুন, লেলিহান শিখা। শাহাদাতের মিথ্যা দাবিদারকে লুফে নিল নীল আগুন।

যুবক অসহায়ের মতো চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'যদি কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাহলে কি আমরা তাকে সাথে নিতে পারি?'

অতিথি বললেন—'জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য ঈমান অপরিহার্য শর্ত। যে আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না, সে কার সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করবে?'

যুবক একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলেন—'আল্লাহর রাসূলের সাথে কি কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি?'

অতিথি বললেন—'কোনো এক যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইল। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি ইসলাম কবুল করেছ?" সে পরিষ্কারভাবে আল্লাহর রাসূলকে বলল—"হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম কবুল করিনি।" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খেদমত কবুল করলেন না। ঈমানের আবেহায়াত পান করে যে জীবনকে নিষ্কলুষ করতে পারেনি, সে জিহাদের মর্মকথা কী করে বুঝবে? কেন তার জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দেবে? জীবনের অনুপম উদ্দেশ্য অনুপ্রাণিত না হয়ে জিহাদের গুরুদায়িত্ব কেউ পালন করতে পারে না।'

যুবক বললেন—'কে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।'

অতিথি বললেন—'শাহাদাত নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর দপ্তরে কার নাম শহিদ হিসেবে লেখা হবে, তা কি তোমরা জানো? তার নাম কি বলতে পারো? ঈমান ও আন্তরিকতার পাখায় ভর করে শহিদ ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছেন।'

পাঁচ

চারটা বাজতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। বাংলাদেশ বডি বিল্ডার্স ক্লাবের ময়দানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আসন গ্রহণ করেছেন। সামনের সারিতে একপাশে সেই অতিথি ও যুবকটি বসেছেন।

বিশ্ব স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন। দেশে-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সম্মেলনে আমন্ত্রিত। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে একটা উঁচু বেদি। দামি মর্মর পাথরে তা বাঁধানো। চত্বরের মাঝখানে কয়েক ফুট উঁচু করে একটি গোল স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভের কেন্দ্রে এক উজ্জ্বল আলোর শিখা। সম্ভবত গ্যাসের আলো।

অতিথি জিজ্ঞেস করলেন—'এটা কী?'

যুবক বলেন—'শিখা চিরন্তন। দিনরাত তা প্রজ্বলিত থাকে। আমরা আশা করি, তা কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে জ্বলতে থাকবে।'

অতিথি বলেন—'দিনরাত প্রজ্বলিত থাকবে? এটা কি ইসরাফ নয়? গ্যাস আল্লাহর দান। এভাবে পুড়িয়ে সম্পদকে বরবাদ করার কী যৌক্তিকতা তোমাদের রয়েছে?'

যুবক বলেন—'আমাদের অফুরন্ত গ্যাসের রিজার্ভ। তাই আমাদের এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা নেই।'

অতিথি বলেন—'রাতের আকাশ থেকে শত্রু তোমাদের সহজে চিহ্নিত করতে পারবে।'

যুবক বলেন—'আমাদের এ ধরনের কোনো ভয় নেই। আমাদের প্রতিবেশী আমাদের বন্ধু। আমাদের সীমান্তের তিন দিকে রয়েছে আমাদের বন্ধু হিন্দুস্তান। অপর একটি দিক রয়েছে সীমাহীন সমুদ্র।'

অতিথি প্রশ্ন করলেন—'হিন্দুস্তান তোমাদের বন্ধু? তোমরা দুর্বল। তোমরা তাদের অবহেলার পাত্র। তারা তোমাদের করুণা করে। শির উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো। তোমাদের ঘাড় তারা ভেঙে দেবে। তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্‌বাণী শোনোনি?'

যুবক মনে মনে ভাবেন। অনেক কথা অনেক স্মৃতি তাঁর। হিন্দুস্তানিরা দেশের ভেতরে চরমভাবে সাম্প্রদায়িক, শিখ হরিজন, মুসলমানের রক্তের পিপাসু। দেশের বাইরে তারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। জোট নিরপেক্ষ রাজনীতির উদ্যোক্তা—আরও কত কিছু! হাঁস-মুরগি জবেহ করার সময়ও আমরা ব্যথা পাই। আর ওরা মানুষের গলায় ছুরি বসাতেও একটু চিন্তা করে না। বেরহম? বেদরদ? মানুষখেকো মানুষ? কী পাশবিক উন্মাদনা! মীরাট, আহমেদাবাদ, পাঞ্জাবে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বারবার। মা হারিয়েছে সন্তান, সন্তান হারিয়েছে মা-বাবা, স্ত্রী বঞ্চিত হয়েছে স্বামীর সোহাগ থেকে, স্বামী বঞ্চিত হয়েছে স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে আজীবনের জন্য।

অতিথি জবাবের অপেক্ষা না করে বলেন—'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"আমার উম্মাহর দুটো সেনাদলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের একটি হলো যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধে যোগ দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো যারা ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে অবস্থান করবে।"'

যুবক অবাক হলেন। তিনি খুব উচ্চৈঃস্বরে বলেন—'সুবহানাল্লাহ!'

অতিথি বলেন—'তোমরা বন্ধুহীন। আশেপাশে তোমাদের সাহায্য করার কোনো লোক নেই।'

যুবক বলেন—'আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমাদের জন্য দুআ করুন। আমরা নিরীহ ও নিঃসঙ্গ।'

অতিথি ধমক দিলেন। বলেন—'মুসলমান কখনো নিঃসঙ্গ হতে পারে না। আল্লাহ তাদের সহায়ক। ঈমান তাদের শক্তির উৎস। কিছুক্ষণ থেমে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। খসরু-পারভেজকে আমাদের বাহিনী পরাজিত করেছে। মুসলিম সেনারা পারসিকদের অগ্নিকুণ্ড নিভিয়ে দিয়েছে। আশা করা যায় কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হবে না। শয়তান ভীষণভাবে মার খেয়েছে। লোলুপ দৃষ্টি তার হিন্দুস্তান ও আশেপাশের জনপদের ওপর। খসরু-পারভেজের অগ্নিশিখা তোমরা মুসলমানদের দেশে প্রজ্বলিত করেছ?'

তিনি বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন—'কেন তোমরা এরূপ করলে? কেন এমন হলো? তোমরা কি একবারও চিন্তা করতে পারলে না তার মারাত্মক পরিণতি? দোজখের আগুন প্রজ্বলিত করলে?'

এক দারুণ উত্তেজনা যুবকের কণ্ঠ চেপে ধরল। তিনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না। এক তীব্র বেদনা তার বুককে তোলপাড় করে দিতে লাগল। স্মৃতির ঝাঁপির মুখ খুলে দিলেন তিনি। কাদেসিয়ার যুদ্ধের কথা তাঁর মনে পড়ল। কী ভয়ংকর যুদ্ধ! আরবভূমি থেকে যুদ্ধের ময়দান অনেক দূর। ভীষণ অপ্রতিকূল অবস্থা। রসদ অপ্রতুল। সরবরাহ অনিশ্চিত। দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ার মালিক পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধে নেমেছে। একদিকে যুদ্ধে ভীতিপ্রদ সাজসরঞ্জাম এবং বিরাট সেনাবাহিনী, অপরদিকে তুলনামূলকভাবে অতি অল্প মুসলিম সৈন্যবাহিনী। সাজসরঞ্জামের চেয়ে তাদের বেশি ভরসা দ্বীন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে চলছে লড়াই। কী প্রাণান্তকর লড়াই! শত শত মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.) মদিনার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য। বার্তাবাহক অশ্বারোহী ক্ষিপ্ত গতিতে অশ্ব চালিয়ে মদিনার দিকে যাচ্ছেন। আর আমিরুল মুমিনিন তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছেন সংবাদ জানার জন্য, যুদ্ধের খবর জানার জন্য। যুবক কাঁদতে লাগলেন। টপটপ করে তার কপোল বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। কী নিদারুণ মূল্যে মুসলমানগণ হাজারো মুজাহিদের প্রাণের বিনিময়ে অগ্নি উপাসক দাম্ভিক পারভেজের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড চিরদিনের জন্য নির্বাপিত করেছিলেন।

ফাংশন শুরু হলো। কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করলেন একজন মৌলভি সাহেব। ভক্তি সহকারে সকলে শুনলেন। খুব মধুর আওয়াজ। কিন্তু কেউ কিছু বুঝলেন না। সূরা বাইয়্যিনার অর্থ তিনি বলতে চাইলেন। উদ্যোক্তারা বললেন—'নির্দিষ্ট সূচির বাইরে কিছু করা যাবে না।' তিনি চুপ হয়ে গেলেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি কুরআন পড়তে এসেছেন, এর চেয়ে বেশি তিনি বলতে পারেন না।

ফাংশনের কর্মসূচি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে কুচকাওয়াজ, অভিবাদন প্রদান, হালকা জলযোগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সেমিনার। কুচকাওয়াজের শুরুতে কিঞ্চিত অবনত মস্তকে স্বেচ্ছাসেবকগণ আগুনের শিখাকে অভিবাদন করলেন। এ সময় আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। সম্মান জানালেন। শুধু বসে রইলেন অতিথি ও তাঁর সঙ্গী যুবকটি তাদের আসনে। সকলের দৃষ্টি তাঁদের ওপর নিবদ্ধ হলো। কেউ এটাকে নিম্নস্তরের আচরণ আখ্যায়িত করলেন। কেউ বললেন—'জাতীয় বীরদের প্রতি অবমাননা!' দুয়েকজন যুবক বললেন—'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধিতা! পাশের আসনের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে বসলেন—আপনারা কেন দাঁড়ালেন না?'

যুবক বললেন—'আমার সঙ্গে বিদেশি অতিথি।'

ভদ্রলোক বললেন—'তাতে কী? তিনি আমাদের এতিহ্য ও সংস্কৃতির অবমাননা করেছেন।'

অতিথি বললেন—'আপনাদের সংস্কৃতি কি মুসলমানদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—'আমরা বাংলার মুসলমান। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে।'

সাত

নিষিদ্ধ পল্লির নিকটবর্তী সিনেমা হলের পাশঘেঁষে যে বিশ্বরোড গিয়েছে, তা ধরে তারা এগোতে লাগলেন সামনে দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই কিশোরদের একটি ক্লাবঘর থেকে শুনতে পেলেন রেকর্ড করা গানের সুর। কচি কণ্ঠের মিষ্টি আওয়াজ। কোরাস করে গাইছে তারা। মনের সকল আবেগ উজাড় করে দুআ করছে। অরুণ প্রাতের প্রতীক্ষমাণ তরুণরা করুণাময়ের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করছে—

‘আমাদের কচি দুটো হাত
তুলে প্রভু করি মোনাজাত
এই হাত উমরের হাত যেন হয়,
জালিমের মনে যেন ধরে যায় ভয়।
আমাদের ক্ষীণ ক্ষীণ প্রাণ,
উচ্ছ্বাসে ভরা অম্লান।’

যুবক এ ধরনের গান ও কবিতা অনেক শুনেছেন। উমরি শাসন ও খিলাফতের ঘটনা পড়েছেন। এসব তার মনে সব সময় সাড়া জাগায়। কিন্তু আজকের মসজিদের ঘটনার প্রেক্ষাপটে কিশোরদের গাওয়া গানটি তার কাছে খুব অর্থবহ মনে হলো। তিনি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। তার চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগল।

অতিথি বললেন—‘হে আল্লাহ! তাদের তাওফিক দিন। হে দয়াময়! মুসলমানদের এ কচি বাগানটির হেফাজত করুন। তাদের ইস্পাতকঠিন সংকল্প সফল করুন হে মহান আল্লাহ, আমিন!’

এক পা এক পা করে তারা ক্লাবঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। একদল কিশোর এসে তাঁদের সংবর্ধনা জানাল। সবকটা কিশোর কর্মচঞ্চল ও উৎফুল্ল। সুন্দর করে সাজিয়েছে ক্লাবের আঙিনাকে। অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল—‘আমাদের প্রদর্শনী দেখবেন?’

অতিথি বললেন—‘চলো।’

একটি কিশোর তাঁদের একটা অন্ধকার রুমে নিয়ে গেল।

অতিথি বললেন—‘আমাদের অন্ধকার রুমে কেন নিয়ে এলে?’

কিশোর হেসে বলল—‘বা রে! আপনারা বুঝি জাহেলি যুগের দৃশ্য দেখবেন না?’

অতিথি প্রশ্ন করলেন—‘আইয়ামে জাহেলিয়া?’

কিশোর জবাব দিলো—'জি হ্যাঁ, জাহেলি যুগকে আমরা এ রুমের মধ্যে বন্দি করে রেখেছি। চারদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। এখানে কোনো আলো নেই। জাহেলি যুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবী।'

আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাবের আগের দৃশ্য।

সপাং। সপাং।

ছড়ি দিয়ে কটা লাগিয়ে দিলো একটি নির্দয় লোক। দ্রুত আঘাতের বিশ্রী কটা শব্দ বাতাসে ভাসতে লাগল। মজলুমের বুকফাটা আর্তনাদে ভরে গেল আকাশ-বাতাস।

মারের সাথে সাথে লোকটি বলতে লাগল—'বেআদব! কথা বলার কোনো তমিজ নেই। খেয়াল নেই কার সাথে কথা বলছিস?'

১২-১৩ বছরের ছেলেটি কাঁদল অনেকক্ষণ। অনেক জোরে কাঁদল। তারপর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের পানি শুকিয়ে গেলে বলল—'ফিরিয়ে দেবেন না? কেন? কেন ফিরিয়ে দেবেন না, জানতে চাই।'

লোকটি তার খাদেমকে খুব কঠোরভাবে আদেশ করল—'এখান থেকে বের করে দাও! ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দাও; এখন এই মুহূর্তেই!'

ছেলেটি বলল—'কাবার রবের শপথ! আমি বড়ো হয়ে এ জুলুমের প্রতিশোধ নেব। আমার হক আদায় করব। অবশ্যই করব।'

ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো। ঘরের ভেতর থেকে সে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। খুব জোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। লোকটি হো হো করে হাসতে লাগল। তারপর খাদেমকে বলল—'ওকে কখনো আসতে দিবি না।'

মন তার কাঁদতে লাগল। অতীতের স্মৃতির বেদনা অনুভব করলেন। অতিথি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হলো—এটা আরবের কোনো দাম্ভিক গোত্রপতির বিবেকহীন কাজ।

কিশোর বলল—'লোকটি আরবের একজন সর্দার। এতিমের হক মেরে দিয়েছে। ছেলেটির বাবা জালিমের নিকট এক হাজার আশরাফি আমানত রেখেছিল। বাবার মৃত্যুর পর ছেলে তা ফিরে পায়নি।'

আট

স্থান পরিবর্তন।

মদিনা মুনাওয়ারা।

নবির মসজিদ।

যুবক কখনো মক্কা-মদিনা সফর করেননি। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার! মসজিদের প্রত্যেকটি জিনিস যেন তার নিকট সুপরিচিত। মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণের উঁচু চত্বরটি তিনি চিনতে পারলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিবেদিত প্রাণ সাহাবিরা এই জায়গায় বসতেন। তাঁদের বাড়িঘর ছিল না। রাতদিন এখানেই থাকতেন তাঁরা। আসমানি আদেশ শোনার সাথে সাথে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন কর্মের ময়দানে। বিপ্লবী আন্দোলনের এই সার্বক্ষণিক কর্মীরাই ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফা' নামে খ্যাত।

মসজিদের মিম্বার।

যুবকের মনে হলো, এখান থেকেই আজান দিতেন বিলাল (রা.)। তাঁর মুখ থেকে আজানের বিপ্লবী কালিমা গুঞ্জরিত হতো মদিনার অলিগলিতে। বিলাল (রা.) মিম্বারের পাশে বসে রয়েছেন। তাঁর পাশে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেক প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.)। আবু হুরায়রা (রা.) হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর বিলাল (রা.) খুব মন দিয়ে শুনছেন। একপর্যায়ে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন—'ইয়া সাইয়্যিদি, সূরা আল আসর তিলাওয়াত করুন।'

বিলাল (রা.) তিলাওয়াত করলেন—

> 'সময়ের শপথ। অবশ্যই মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, একজন অপরজনকে হক সম্পর্কে নসিহত করেছে এবং সবর করতে উৎসাহ দিয়েছে।'

যুবক মসজিদের অপর প্রান্তে গেলেন। বিরাট মাহফিল। জ্যোতির্মান ব্যক্তিটি জনতার মাঝখানে বসে রয়েছেন। তিনি খুব অবাক হলেন। যার সাথে ঢাকার অলিগলি ঘুরলেন, ভাবের আদান-প্রদান করলেন, তাঁকে ঘিরে রয়েছে একদল উৎসুক জনতা। পাশেই মদিনার বিশিষ্ট লোকজন। তিনি যেন এদের সকলকেই চেনেন। একেবারে নিকটে একপাশে বসে রয়েছেন উসমান বিন আফফান (রা.)। অপর পাশে আল্লাহর সিংহ আলি বিন আবু তালিব (রা.)। তাঁদের নিকটে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.), আবু তালহা (রা.) প্রমুখ।

পেছনে রয়েছেন আল্লাহর তরবারি মহাবীর খালিদ (রা.), ইরাক-ইরান বিজেতা সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.), মিশর বিজয়ী কূটনীতিক নাহবন্দ বিজয়ী শহিদ সেনাপতি নোমান বিন মুকাররিন (রা.) এবং গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)।

আরও পেছনে একদল যুবক। হাসান বিন আলি (রা.), হুসাইন বিন আলি (রা.), মুহাম্মাদ বিন আবু বকর (রা.), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রমুখ সেই দলে।

মজলিশের বাকিদের যুবক চিনতে পারলেন না।

পিনপতন নীরবতা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সকলের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। আমিরুল মুমিনিন কোনো কথা বলছেন না। যুবকের মনে হলো, কোনো দুর্যোগের কালো ছায়া গোটা মসজিদকে আবৃত করে দিয়েছে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

অবশেষে আলি বিন আবু তালিব (রা.) নীরবতা ভাঙলেন। নিবেদন করলেন—'আল্লাহর রাসূলের খলিফা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আপনাকে শোকে মুহ্যমান হতে দেখেছি। আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরও আপনি শোকাহত ছিলেন। কিন্তু তারপর অন্য কোনো সময় আপনাকে এত বিষণ্ন হতে দেখিনি। আপনার এ অবস্থা আমাদের চিন্তিত ও উদ্‌বিগ্ন করে তুলছে।'

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাঁর ডান দিকে বসা একদল লোকের দিকে ইশারা করে বললেন—'আপনারা এদের দেখেননি?'

লোকজন তাঁদের দিকে থাকলেন। তাঁদের অধিকাংশ যুবক। তখনও মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। দু-চারজন বয়স্ক লোকও রয়েছেন। তাঁদের সকলের চোখ থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু শরীর থেকে তাজা খুন ঝরছে। গায়ের জামাকাপড় রঞ্জিত।

লোকজন বলাবলি করতে লাগল—এরা শহিদ। যুবক তাজ্জব বনে যান; শহিদরা কীভাবে মসজিদে উপস্থিত হলো? তারপর ভাবেন, হয়তো সম্ভব। কারণ, আল্লাহ শহিদদের মৃত বলতে বারণ করেছেন। বলেছেন—'তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।'